মাল্টিমিডিয়া উপযোগিতা ও সম্ভাবনা

মাল্টিমিডিয়া, এই শব্দটির মাঝেই লুকিয়ে আছে বেশ কয়েকটি মিডিয়ার সমন্বয়। অর্থাৎ অনেকগুলো মিডিয়ার সমন্বিত রূপই হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া। আর মাল্টিমিডিয়ার বিভাগ বা মিডিয়াগুলো হচ্ছে গ্রাফিক্স, টেক্সট, অডিও, ভিডিও এবং এনিমেশন। মূলতঃ এই পাঁচটি বিভাগের সমন্বিত রূপই হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া। আর যারা এই সবগুলো বিভাগেই সমানভাবে পারদর্শী তাদেরকেই বলা হয় মাল্টিমিডিয়া ডেভেলপার। মাল্টিমিডিয়া ডেভেলপারের সংজ্ঞাটা অনেকটা এরকমই। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচুর তরুণ-তরুণী আগ্রহী হচ্ছে মাল্টিমিডিয়ার প্রতি। অনেকের কাছে এটা একটা স্বপ্নের জগৎ। আসলে ব্যাপারটা অনেকটা স্বপ্নের মতই। মনের ভেতর রং তুলি নিয়ে আপনি যে স্বপ্ন আঁকছেন তারই ডিজিটাল পরিস্ফুটন ঘটাতে পারেন মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে। কারণ মাল্টিমিডিয়া সম্পূর্ণই আপনার ক্রিয়েটিভিটির উপর নির্ভর করে। এই জগত চেষ্টা করবে আপনার সুপ্ত প্রতিভা এবং সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে। আর প্রতিটি মানব-মানবীর ভেতরেই এই ক্রিয়েটিভিটি বিষয়টি লুকিয়ে আছে। প্রয়োজন শুধু সাধনা। একটু চিন্তা করুন, একজন মানুষের পোশাক-পরিচ্ছেদ-এর ডিজাইন আর কালার চয়েস দেখেই অনেকটা বোঝা যায় তার মানসিকতা, তার ভেতরকার বৈচিত্র্যময়তা। মানুষ যদি বৈচিত্র্য প্রিয় না হতো তাহলে তার পোশাক-আশাক কিংবা ব্যবহার্য জিনিসপত্রের ভেতর দিনে দিনে এত পরিবর্তন কিংবা নতুনত্ব আনার দরকার হতো না। আর ক্রিয়েটিভ মানুষের ক্রিয়েটিভিটি থেকেই আসে এই পরিবর্তন, নতুনত্ব। কারো বার্থ ডেতে একটি কার্ড কেনার জন্য সবাই ছোটাছুটি করে আর্চিস গ্যালারী কিংবা বিভিন্ন গিফট শপে। অনেক অনেক কার্ডের ভেতর থেকেই আপনি একটি পছন্দের কার্ড খুঁজে বের করেন। আপনারকি মনে হয় না এটি আপনার ক্রিয়েটিভিটিরই বহিঃপ্রকাশ। নতুবা গিফট শপের সব কার্ডই তো তৈরী হয় বিক্রির জন্য এবং বেশীরভাগই তো বিক্রি হয়ে যায়। আপনার যদি সিলেকশন করার ক্ষমতা না থাকতো তাহলে গিফট শপে একটি কার্ড কিনে নিয়েই চলে আসতেন, এত খোঁজাখুঁজি করতেন না। আপনার এই সিলেকশন করার ক্ষমতাটি এসেছে আপনার ভেতরকার ক্রিয়েটিভিটি থেকেই।

আরেকটু আগানো যাক, আপনি আপনার প্রিয় মানুষটির জন্য যে কার্ডটি কিনেছেন সেটি যদিও সিলেক্ট করা তারপরওতো অনেক সমস্যা দেখা দেয়, যেমন কার্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি ডিপ ব্লু না হলে স্কাই ব্লু হতো তাহলে হয়ত আরো সুন্দর লাগতো। কার্ড কেনার পরে আপনার মনে দেখা দেয় এ ধরনের হাজারো প্রশ্ন। আপনি যদি নিজেই মনের মত ডিজাইন করে, বিভিন্ন কালার শেড দিয়ে কার্ডটি তৈরী করতেন তাহলে আর মনের ভেতর এই হাজারো প্রশ্ন জাগতো না। আপনার এই সমস্যার সমাধান দেবে মাল্টিমিডিয়ার গ্রাফিক্স বিভাগটি। কার্ড থেকে শুরু করে যেকোন ধরনের ডিজাইন (অর্থাৎ স্থির ইমেজ সংক্রান্ত যেকোন ডিজাইন) করতে এই বিভাগটি ব্যবহার করা হয়। প্রচুর ছেলে-মেয়ে আছে যারা রং-তুলি দিয়ে কাগজে চমৎকার সব ডিজাইন করেন। তারা যদি গ্রাফিক্স ডিজাইন শিখত তাহলে আর কোন প্রয়োজন পড়ত না দিস্তা দিস্তা কাগজ আর বিভিন্ন কালার কিংবা রং-তুলির। কম্পিউটার গ্রাফিক্স আপনার সবকিছুই অনেক সহজ করে দেবে। দরকার শুধু কয়েকটি গ্রাফিক্স সফটওয়্যার সম্পর্কে ধারণা অর্জন। এরকম কয়েকটি জনপ্রিয় সফটওয়্যার হচ্ছে অ্যাডোবি ফটোশপ, অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর, অ্যাডোবি ইন-ডিজাইন, কোরেল ড্র ইত্যাদি। কম্পিউটার গ্রাফিক্সের সুবিধা সম্পর্কে অল্প একটু ধারণা দেয়া যাক। আপনি অ্যাডোবি ফটোশপের আরজিবি কালার মোডে পাবেন কয়েক মিলিয়ন কালার শেড। চিন্তা করুন তো আপনি কয়েটি কালার পেন্সিল ব্যবহার করেন কিংবা জল রং দিয়ে কয়টি কালার তৈরী করতে পারেন। তুলির কথা চিন্তা করুন অ্যাডোবি ফটোশপে আপনি পাচ্ছেন কয়েক হাজার তুলি যা বিভিন্ন ডিজাইনে এবং বিভিন্ন সেকশনে ভাগ করা আছে। আপনি ব্রাশ এবং তুলি নিয়ে খুব সহজেই মনের মত যেকোন ডিজাইন তৈরী করতে পারেন কম্পিউটার গ্রাফিক্স ব্যবহার করে।

আপনি কি জানেন, এনিমেশন কি? এক কথায় বলা যায়, কতগুলো স্থির ইমেজের পর্যায়ক্রমিক মুভমেন্টই হচ্ছে এনিমেশন। মূলতঃ দু-ধরনের এমিনেশন আমরা দেখে থাকি, একটি হচ্ছে টুডি এনিমেশন এবং অপরটি থ্রি-ডি এনিমেশন। ছোট ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়স্করা পর্যন্ত কার্টুনের ভক্ত। আর বর্তমানে সব কার্টুনই তৈরী হচ্ছে সম্পূর্ণ কম্পিউটার-এর মাধ্যমে। ফাইনাল ফ্যান্টাসি ছবিটি তৈরী হয়েছে সম্পূর্ণ কম্পিউটার গ্রাফিক্স ব্যবহার করে। টাইটানিক কিংবা ম্যাট্রিক্স রিলোডেড এর মত মুভিগুলোতে স্পেশাল ইফেক্ট দেয়ার জন্য ব্যবহার হচ্ছে কম্পিউটার গ্রাফিক্স। আমাদের দেশেও বর্তমানে থ্রিডি এনিমেশনের বেশ কিছু কাজ হচ্ছে। দেশি টিভি চ্যানেলগুলো খুললেই দেখা যায় ইউরো কোলা কিংবা বসুন্ধরা সিটি হার্ট, মেট্রো শপিং মলের চমৎকার থ্রিডি এ্যাডভার্টাইজ। বাস্তবে একটি শপিং মল তৈরী হওয়ার আগেই আমরা তার থ্রিডি ভিউ দেখছি টিভি পর্দায়। এগুলো তৈরী করছে আমাদের দেশী তরুণ-তরুণীরাই। দেশের প্রথম থ্রিডি রেসিং গেম ঢাকা রেসিং নিশ্চয়ই অনেকে খেলেছেন। আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপটে এগুলো খুবই আশা জাগানোর মত কাজ। দেশের আইটি ব্যক্তিত্বগণ মাল্টিমিডিয়া সেক্টরের দিকে আরো মনোযোগী হলে এ দেশেও তৈরী হতে পারে বিশ্বমানের থ্রিডি মুভি কিংবা কার্টুন এনিমেশন। দ্যা ডিকোড লিঃ বিভিন্ন কার্টুন এনিমেশনের কাজ করছে। তাদের তৈরি গ্রীন ফিল্ড টুনস রপ্তানি হচ্ছে ফ্রান্সে। আপনি চাইলে নিজেকে গড়ে তুলতে পারেন একজন থ্রিডি এনিমেটর কিংবা কার্টুন ডিজাইনার হিসেবে। তবে এজন্য আপনাকে শিখতে হবে বেশ কিছু টুডি-থ্রিডি সফটওয়্যার। এ ধরনের কিছু উল্লেখযোগ্য সফটওয়্যার হল ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্লাশ, ম্যাক্রোমিডিয়া ডিরেক্টর, থ্রিডি স্টুডিও ম্যাক্স, থ্রিডি ক্যারেক্টার স্টুডিও, মায়া, পেজার ইত্যাদি। গ্রাফিক্স ডিজাইনের চাইতে এই বিভাগটি বেশ কঠিন।

এআর রহমানকে কে না চেনেন। তাকে বলা হয় সুরের জাদুকর। আপনি কি জানেন মিউজিক কম্পোজের বেশিরভাগ কাজই তিনি করেন কম্পিউটার ব্যবহার করে। তার সম্পর্কে লতা মুঙ্গেশকার একদিন বলেছিলেন, প্রথম যখন এআর রহমান তার গানের কম্পোজ করেন তখন তাকে একটি ছোট রুমে খালি গলায় গান গেতে হয়েছিল। আর কয়েকদিন পরে এআর রহমান মিউজিক কম্পোজ করে যখন গানটি লতা মুঙ্গেশকারকে শুনিয়েছেন তখন তার মুখ থেকে একটা কথাই বেরিয়েছিল "এ গানা ম্যায়নে কাব গ্যায়া"। অর্থাৎ গানটির মিউজিক কম্পোজ এত দুর্দান্ত হয়েছিল যে লতা নিজেই ধরতে পারছিলেন না গানটি তার নিজের গাওয়া। এ সবই সম্ভব হয়েছে অডিও এডিটিং-এর মাধ্যমে। একইভাবে মিউজিক ভিডিও কিংবা টিভি সিরিয়ালগুলোতে বর্তমানে দেখা যায় কম্পিউটারের বেশ ভাল ভাল কাজ। টিভি মিডিয়ায় কাজ করতে চাইলে আপনাকে হতে হবে একজন দক্ষ ভিডিও এডিটর। কারণ সমস্ত অনুষ্ঠানটি আপনার চোখ দিয়েই দর্শক দেখবে। কোন সিকোয়েন্সে কি ধরনের ইফেক্ট ভালো লাগবে কিংবা কোথায় ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এ্যাড করবেন এগুলো আপনাকেই ঠিক করতে হবে। অডিও-ভিডিও এডিটিং-এর জন্য কয়েকটি জনপ্রিয় সফটওয়্যার হচ্ছে সাউন্ড ফার্জ, কুল এডিট, অ্যাডোবি প্রিমিয়ার, অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টস ইত্যাদি। প্রফেশনাল ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য দরকার হয় হাই রিকোয়ারমেন্ট পিসি এবং সেই সাথে দামি ক্যাপচার/এডিটিং কার্ডের। অ্যাডোবি প্রিমিয়ার বহুল ব্যবহৃত সফটওয়্যার হলেও অনেক সময় দামি ক্যাপচার কার্ডের সঙ্গে দেয়া বিল্টইন সফটওয়্যারটিকেও আপনার ব্যবহার করা প্রয়োজন হতে পারে। কেউ যদি প্রফেশন হিসেবে মাল্টিমিডিয়াকে নিতে চায় তাহলে লেখাপড়ার পাশাপাশি এখনই সময় এটি নিয়ে ভাবার। আমাদের দেশ মাল্টিমিডিয়া এড্যুকেশনের ব্যাপারে এখনো বেশ পিছিয়ে আছে। বাইরের বিশ্বে সম্পূর্ণ মাল্টিমিডিয়ার উপরে গ্রাজুয়েশন ব্যবস্থা রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশের ইউনিভার্সিটিগুলোও হয়ত মাল্টিমিডিয়া ডিপার্টমেন্ট খুলবে। সুতরাং যদি আপনি আপনার ক্রিয়েটিভিটি সম্পর্কে যথেষ্ট আস্থাশীল হন, তবে আর দেরি না করে নেমে পড় ন মাল্টিমিডিয়ার জগতে। নিজেকে তৈরী করুন গ্রাফিক্স ডিজাইনার, টুডি-থ্রিডি এনিমেটর, থ্রিডি ক্যারেক্টার ডিজাইনার, মিউজিক কম্পোজার কিংবা ভিডিও এডিটর হিসেবে। ❑ রোকসানা আহসান